গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mowr.gov.bd

বিষয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : নাজমুল আহসান
সচিব
সভার তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০২৪
সভার সময় : বেলা ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	গত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।	গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যবিবরণীতে শাখা, অধিশাখা কিংবা সংস্থাসমূহের কোন সংশোধনী বা দ্বিমত আছে কিনা তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলে কোন সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হ'ল।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম।
২.	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।	সভায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮-২৪ এর অনিষ্পন্ন/বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত অনিষ্পন্ন/বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নে অতিগুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরিতে ভাগ করে যেগুলোর বাস্তবায়ন যুক্তিযুক্ত সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং যেগুলো বাস্তবায়ন জরুরি নয় সেগুলোর বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানাতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রতিমাসে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।	পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা, সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা, মহাপরিচালক, বাপাউবো।
৩.	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিনা ব্যর্থতায় প্রতিমাসের ০১	সংশ্লিষ্ট শাখা ও সকল সংস্থাপ্রধান।

	অগ্রগতি।	পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখায় প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	তারিখের মধ্যে পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	
৪.	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্য সম্পাদন চুক্তি।	(ক) সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপিএর-এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কার্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। (খ) মাঠ পর্যায়ের এপিএ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে সমন্বয় করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) সকল সংস্থা-কে নিয়মিত চাহিত তথ্যাদি Report Management System (RMS) এ অন্তর্ভূক্তের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপিএ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সকল সংস্থার প্রধানকে অনুরোধ করা হয়। (খ) এপিএ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে সমন্বয় করতে হবে। (গ) সকল সংস্থা-কে নিয়মিত চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য Report Management System (RMS) ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।	(ক) এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ প্রোগ্রামার, পাসম ও সকল সংস্থা প্রধানগণ। (খ) বাপাউবো ও সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা, পাসম। (গ) পাসম ও সংস্থার সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার।
৫.	মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ডি-ফাইলিং চালুকরণ, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্যান্য আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা, অধিশাখায় ডি-নথি কার্যক্রম যথারীতি চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। ০১ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার ডি-নথিতে মোট নিষ্পত্তির গড় ১০০%। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার পূর্ববর্তী মাসের সাথে চলমান মাসের ডি-নথিতে নিস্পন্নকৃত কার্যক্রমের তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়।	সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংস্থাসমূহের ডি-নথির সম্পাদিত কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীগণের দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অন্য সকল দপ্তরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান/সকল অধিশাখা/শাখা এবং আইসিটি শাখা, পাসম।
৬.	সংস্থাসমূহের শূন্য পদ সংক্রান্ত তথ্য, শূন্য পদ পূরণ ও মাসিক সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	(ক) সভায় সংস্থাসমূহের পদভিত্তিক শূন্য পদ ও শূন্য পদসমূহ পূরণে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংস্থাভিত্তিক শূন্য পদের তথ্য ও পদসমূহ পূরণে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ছাড়পত্রের মেয়াদের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের দুত পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) সংস্থাসমূহের শূন্য পদের তথ্য ও পদসমূহ পূরণে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্যসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন (ছাড়পত্র গ্রহণ, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, পুলিশ ভেরিফিকেশন, যোগদানপত্র ইস্যু ইত্যাদি) প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান ও প্রশাসন-২ শাখা।

		(খ) সভায় নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছতার সাথে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(খ) নিয়োগ পরীক্ষাসহ অপরাপর কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	
৭.	মন্ত্রণালয়ের নিকট সংস্থাসমূহের এবং সংস্থাসমূহের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদি।	(ক) সভায় মন্ত্রণালয়ের নিকট সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন কার্যাবলি থাকলে সে সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) সভায় সংস্থাসমূহের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন কার্যাবলি থাকলে সে সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়ের নিকট সংস্থাসমূহের ০১ (এক) মাসের বেশি অনিষ্পন্ন থাকা কার্যক্রমকে পেন্ডিং হিসেবে গণ্য করে তা কোন অধিশাখায়/শাখায় পেন্ডিং রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) সংস্থাসমূহের নিকট মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) মাসের বেশি অনিষ্পন্ন থাকা কার্যক্রমকে পেন্ডিং হিসেবে গণ্য করে তা কোন দপ্তরে পেন্ডিং রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	সকল সংস্থা ও সকল শাখা, পাসম।
৮.	হাওর অঞ্চল সুরক্ষা।	(ক) সভায় জানানো হয় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন হাওর কেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহ নিয়ে একটি সমন্বিত Database তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (খ) সভায় জেলা প্রশাসকদের সাথে সমন্বয় করে অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং কোথাও বালু উত্তোলনের ফলে নদী তীর ভাঙ্গনের সম্মুখীন হলে তা প্রতিবেদন আকারে জেলা প্রশাসক ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) আলোচ্য Database সচল রাখা ও নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করেত হবে। (খ) জেলা প্রশাসকদের সাথে সমন্বয় করে অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কোথাও বালু উত্তোলনের ফলে নদী তীর ভাঙ্গনের সম্মুখীন হলে সে বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে যথাদ্রুত অনুরোধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	বাপাউবো ও বাহাওজউঅ।

৯.	উন্নয়ন প্রকল্প ও আপদকালীন কার্যক্রম পরিদর্শন।	(ক) সভায় প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় পরিদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (খ) চলমান সকল প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এর জন্য অতিরিক্ত সচিবদের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠনকল্পে আলোচনা করা হয়।	(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উন্নয়ন প্রকল্পসহ আপদকালীন ও ছোট নদী খাল খনন প্রকল্প পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাপাউবোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণকে মাঠ পর্যায়ের সকল প্রকল্পসহ অফিস পরিদর্শন করে মহাপরিচালক বাপাউবোর নিকট প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) চলমান সকল প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এর জন্য অতিরিক্ত সচিবদের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা, পাসম (খ) মহাপরিচালক, বাপাউবো ও বাজেট শাখা, পাসম। (গ) বাস্তবায়ণ ও পরিবীক্ষণ শাখা
১০.	অডিট	(ক) সভায় মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) সভায় জানানো হয় যে, গত মাসে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে অডিট আপত্তিসমূহ নিয়ে সভা করা হয়েছে। (গ) ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী দ্রুত প্রস্তুত এবং প্রতিমাসে ন্যূনতম ২টি ত্রিপক্ষীয় সভা করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঘ) অডিট এর Database, নিষ্পত্তি এবং Action Plan নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ক) মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিমাসে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভা করবেন এবং সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (গ) ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী দ্রুত প্রস্তুত এবং প্রতিমাসে ন্যূনতম ২টি ত্রিপক্ষীয় সভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থার অডিট এর Database ও Action Plan তৈরি করে করতে হবে এবং সংস্থাগুলোর সকল অডিট নিষ্পত্তি ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদেরকে নিয়ে দ্রুত একটি Workshop এর আয়োজন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) এবং সকল সংস্থা।
১১.	সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী দের বিরুদ্ধে	(ক) সভায় সংস্থাসমূহের বিভাগীয় মামলাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) সংস্থাসমূহের অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার হালনাগাদ তথ্য	সকল সংস্থা প্রধান এবং আইন শাখা, পাসম।

	বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।	(খ) বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা হলে সেগুলোর তথ্য আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা হলে সেগুলোর তথ্য আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
১২.	সংস্থাসমূহের মামলা সংক্রান্ত।	(ক) সভায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মামলাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) সভায় বাপাউবো'র অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন যেসব জমি অবৈধ দখলে রয়েছে তা উচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) যেসব মামলায় সংস্থার সরাসরি দায় নেই সেসব মামলাসমূহ আলাদা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। (ঘ) মামলাসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথারীতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঙ) সভায় অবহিত করা হয় যে, আদালত অবমাননার আশঙ্কা রয়েছে এরূপ মামলাসমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (চ) সভায় জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলাসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। (ছ) সভায় সরকারি স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত কর্তৃক সরকারের বিপক্ষে রায় হলে দ্রুত আপিল দায়ের এবং কেন বিপক্ষে রায় হয়েছে সে বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে	(ক) মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং মামলাসমূহ কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানাতে হবে। (খ) বাপাউবো'র অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন যেসব জমি অবৈধ দখলে রয়েছে তা উচ্ছেদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাতে হবে। (গ) যেসব মামলায় সংস্থার সরাসরি দায় নেই সেসব মামলা আলাদা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মামলাসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথারীতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) আদালত অবমাননার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ মামলাসমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করতে হবে। (চ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলাসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) সরকারি স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত কর্তৃক সরকারের বিপক্ষে রায় হলে দ্রুত আপিল দায়ের এবং কেন বিপক্ষে রায় হয়েছে সে বিষয়ে	মহাপরিচালক, বাপাউবো, নগই, বাহাজউত, ওয়ারপো, আইন শাখা/ বাজেট শাখা পাসম।

		প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (জ) সভায় সকল মামলার বিষয়সমূহ আলাদা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে দাখিল করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঞ) সভায় একই বিষয়ে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে চলমান মামলা রিভিউ অবস্থায় থাকলে আবেদন করে একই আদালতে অর্থাৎ উচ্চ আদালতে শুনানীর জন্য নিয়ে আসার বিষয়ে আলোচনা হয়।	লিখিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (জ) সকল মামলার বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতি মাসে অগ্রাধিকার তালিকা প্রয়োজনে হালনাগাদ করতে হবে। (ঞ) একই বিষয়ে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে চলমান মামলা রিভিউ অবস্থায় থাকলে আবেদন করে একই আদালতে অর্থাৎ উচ্চ আদালতে শুনানীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১৩.	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর বিধি মোতাবেক প্রকল্পের ইকুপমেন্ট/গাড়ী ব্যবহার/হস্তান্তর।	(ক) সভায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী বিধিমোতাবেক হস্তান্তর/দ্রুত টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) সভায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সমাপ্ত ৩২টি প্রকল্পের গাড়ী ও অফিস সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে ব্যবহার/হস্তান্তরের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (গ) সভায় গাড়ি, মোটরসাইকেলসহ সকল অস্থায়ী সম্পত্তির যথাযথ রেকর্ড অর্থাৎ Stock রেজিস্টার সংরক্ষণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঘ) সভায় অচল গাড়িসমূহ নিলাম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি Condemnation কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটির সভা করে দ্রুত অচল গাড়িসমূহ নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঙ) বিভিন্ন সংস্থার অচল গাড়ী/মালামাল/অফিস সরঞ্জামাদী নিলাম কার্যক্রম বিধি অনুযায়ী	(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী বিধিমোতাবেক হস্তান্তর/দ্রুত টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩০ জুন ২০২৪ এ সমাপ্তকৃত ৩২টি প্রকল্পের গাড়ী ও অফিস সরঞ্জামাদি ৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে যথাযথভাবে হস্তান্তরের প্রমাণক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) গাড়ি, মোটরসাইকেলসহ সকল অস্থায়ী সম্পত্তি যথাযথ রেকর্ড অর্থাৎ Stock রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং Stock রেজিস্টার সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) অচল গাড়িসমূহের নিলাম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি Condemnation কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটির সভা করে দ্রুত অচল গাড়িসমূহ পর্যায়ক্রমে নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) বিভিন্ন সংস্থার অচল গাড়ী/যানবাহন/অফিস সরঞ্জামাদী নিলাম কার্যক্রম	সকল সংস্থা প্রধান এবং উন্নয়ন ও পরিকল্পনা উইং, প্রশাসন-১ শাখা পাসম।

		সহজতর ও দ্রুত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ও বিদ্যমান কমিটি পর্যালোচনা করে স্ব স্ব সংস্থার প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিধি অনুযায়ী সহজতর ও দ্রুত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ও বিদ্যমান কমিটি পর্যালোচনা করে স্ব স্ব সংস্থা প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	
১৪.	প্রকল্পের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।	(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত প্রকল্পের তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়। (খ) সভায় সাইবার হুমকি মোকাবেলায় সকল সংস্থা/দপ্তর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পিরিয়ডভিত্তিক সফটওয়্যার টেস্ট করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) সভায় নতুন সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে Bangladesh National Digital architecture (BNDA) এর গাইড লাইন অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঘ) সভায় গত অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা এবং চলমান প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঙ) সভায় স্ব স্ব জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসের ওয়েব পোর্টালে চলমান প্রজেক্টের বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল সংস্থার ওয়েবসাইট দ্রুততর সময়ের মধ্যে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার বিষয়টি যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১) মনিটরিং করবেন। (খ) সাইবার হুমকি মোকাবেলায় সকল সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক পিরিয়ডভিত্তিক সফটওয়্যার টেস্ট করাসহ Security Management Plan তৈরি করতে হবে। (গ) নতুন সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে BNDA এর গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে। (ঘ) গত অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা এবং চলমান প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে। (ঙ) সভায় সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসের ওয়েব পোর্টালে চলমান প্রজেক্টের বিস্তারিত তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান এবং যুগ্মসচিব উন্নয়ন-১ অধিশাখা, পাসম।
১৫.	সরকারি কর্মচারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-GEMS	সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি কর্মচারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-(GEMS) এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি বিষয়ে আলোচনা হয়।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি কর্মচারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-(GEMS) এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি করতে হবে।	সকল সংস্থা ও (প্রশাসন-২ শাখা), পাসম।

১৬.	বিবিধ			
	(ক) বিদ্যুৎ ও এসি ব্যবহারসহ সর্বস্তরে অপচয় রোধ।	সভায় বিদ্যুৎ ও এসি ব্যবহার এবং সর্বস্তরে অপচয় রোধ নিয়ে আলোচনা হয়।	বিদ্যুৎ ও এসি ব্যবহারে মন্ত্রণালয়সহ সকল সংস্থাকে অধিকতর সাশ্রয়ী হতে হবে এবং তুলনামূলক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রমাণক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও সকল অধিশাখা/শাখা, পাসম।
	(খ) বাপাউবোর জমি সংক্রান্ত তথ্য।	(ক) সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলাভিত্তিক জমি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নির্ধারিত ছক আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং জমির ডাটাবেজ তৈরি করার নি বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যক্তিগত নামে লীজ প্রদানের আইনগত দিক পুন: পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগত লীজ প্রদান নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলাভিত্তিক জমি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নির্ধারিত ছক আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত জমির ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় ডাটাবেজ তৈরির অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। ডাটাবেজ তৈরি জানুয়ারি, ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যক্তিগত নামে লীজ প্রদানের আইনগত দিক পুন: পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগত লীজ প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো।
	(গ) নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	(ক) সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদী হতে ভোলা জেলাসহ অন্যান্য জেলায় উদ্ধারকৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়ে ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) বাপাউবোর যে সমস্ত জমি নামজারি হয়নি তার নামজারির উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদী হতে ভোলা জেলাসহ অন্যান্য জেলায় উদ্ধারকৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়ে ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) বাপাউবোর যে সমস্ত জমি নামজারি হয়নি সেসমস্ত জমির তথ্য পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো।
	(ঘ) মন্ত্রণালয়ের অফিস পরিদর্শন।	সভায় জানানো হয় যে, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০২৪ অনুচ্ছেদ ১৯৪ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি দুই মাসে ন্যূনতম	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০২৪ অনুচ্ছেদ ১৯৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন-২ শাখার	সকল কর্মকর্তা পাসম।

		একবার তাঁর শাখা পরিদর্শন করিবেন। উপসচিব/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি চার মাসে ন্যূনতম একবার এবং যুগ্মসচিব/অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অতিরিক্ত সচিব/সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ যুক্তিসঙ্গত সময় অন্তর অন্তর শাখাগুলি পরিদর্শন করিতে পারবেন মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।	প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঙ) বাপাউবোর জেলাভিত্তিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ।	(ক) ২১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাপাউবো-কে বিদ্যমান প্রশাসনিক জেলার Juridiction অনুযায়ী জোনের কর্মক্ষেত্র পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) বালু উত্তোলনের ফলে কোথাও নদী ভাঙ্গন ও নদীর গতিপথ/প্রবাহ বিঘ্নিত হলে তার প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করার জন্য জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) ২১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাপাউবো-কে বিদ্যমান প্রশাসনিক জেলার Jurisdiction অনুযায়ী জোনের কর্মক্ষেত্র পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক জেলাওয়ারী কর্মক্ষেত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাজমুল আহসান
সচিব

স্মারক নম্বর-৪২.০০.০০০০.৩২.০৬.০৬৪.১৭.১৪৬

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪৩১
১০ নভেম্বর ২০২৪

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে দাখিলের অনুরোধসহ।

১) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৫) মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৬) যুগ্মসচিব (সকল), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, হারুকান্দি, ফরিদপুর।
৮) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৯) ১ম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) সদস্য, যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।

১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর) মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩) উপসচিব, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সুজিত হাওলাদার
উপসচিব